

জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০১/২০০০

তারিখঃ ২৭/০৭/২০০০ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

২০০০-২০০১

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর আইনে আনীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ২০০০-২০০১ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে এস. আর. ও নং ২০০-আইন/২০০০ তারিখ ৩-৭-২০০০ ইং দ্বারা আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করা হয়েছে। এস. আর. ও নং ২০১-আইন/৯৯ তারিখ ৩-৭-২০০০ ইং, এস. আর. ও নং ২০২-আইন/৯৯ তারিখ ৩-৭-২০০০ ইং এবং এস. আর. ও নং ২০৩-আইন/২০০০ তারিখ ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে যথাক্রমে মোটরকার, জীপ বা মাইক্রোবাসে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ যানবাহনের অনুমিত আয়করের ক্ষেত্রে এবং অপ্রদর্শিত আয় ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রদেয় আয়কর হারে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা ও এস. আর. ও সমূহে আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

১। ব্যক্তি শ্রেণীর কর হারঃ

বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি-করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয়করের হার নিম্নরূপঃ

	হার
(১) প্রথম ৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(২) পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(৩) পরবর্তী ১,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৮%
(৪) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ কর বৎসরের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি-করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির করমুক্ত আয়ের সীমা ৭৫,০০০/- টাকা হতে ১,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং আয়করের হারও নিম্নরূপ পুনর্বিদ্যায়ন করা হয়েছেঃ

	হার
(১) প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(২) পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(৩) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৮%
(৪) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে সর্বনিম্ন প্রদেয় আয়কর ১,০০০/- টাকা প্রদানের শর্তটি বহাল থাকবে।

২। লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর আয়কর হারের বিশেষ রেয়াতঃ

পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার মোট আয়ের ৩৫%। তবে এরূপ কোম্পানী ২৫% বা তার চেয়ে বেশী লভ্যাংশ প্রদান করলে প্রযোজ্য আয়করের ১০% হারে আয়কর রেয়াত প্রদেয় হবে। আয়করের এ হার এবং রেয়াত ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ কর বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। পরিসম্পদের মূল্য ১০,০০,০০০/- টাকা অতিক্রম করলে আরোপনযোগ্য সারচার্জের হার পুনর্বিদ্যাসঃ

ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার নীট পরিসম্পদের অর্জন মূল্য দশ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের ১০% হারে সারচার্জ প্রদানের বিধান আছে। এ হার নিম্নরূপ পুনর্বিদ্যাস করা হয়েছেঃ

প্রদর্শিত নীট পরিসম্পদের মূল্য	সারচার্জের হার
১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
১০,০০,০০১/- টাকা হতে ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের ১০%
৩০,০০,০০১/- টাকার অধিক	আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের ১৫%

উল্লেখ্য যে, স্ব-ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তির মূল্য সারচার্জ হিসাবের জন্য নীট পরিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। উপরি উক্ত সারচার্জের হার ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ কর বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪। নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান সাপেক্ষে কর অনারোপিত আয় ঘোষণাঃ

এস. আর. ও. নং ২০৩ আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং অনুসারে ১লা জুলাই, ২০০০ হতে ৩০শে জুন, ২০০১ সময়কালের মধ্যে যে কোন সময়ে, কোন শর্ত ব্যতিরেকে ঘোষিত আয়ের ১০ শতাংশ হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে কর অনারোপিত আয় এর ঘোষণা দেয়া যাবে। এ ঘোষণা প্রদানের সংগে আয়কর রিটার্ন দাখিলের কোন সম্পর্ক নেই। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 2(46) ধারায় বর্ণিত যে কোন “person” এ ঘোষণা প্রদান করতে পারবেন। উক্ত এস.আর.ও তে উল্লিখিত ছকে এ ঘোষণা প্রদান করতে হবে। উপ-কর কমিশনারের নিকট এ ঘোষণাপত্র দাখিল

করতে হবে। ঘোষণাপত্র দাখিলের পূর্বে ট্রেজারী চালান মারফত কোম্পানী নয় তাদের জন্য “আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত ১/১১৪১/০০০০/০১১১” ও কোম্পানীর জন্য “আয়কর- কোম্পানী সমূহ ১/১১৪১/০০০০/০১০১” খাতে প্রদেয় আয়কর জমা দিতে হবে এবং আয়কর পরিশোধের চালানের কপি ঘোষণাপত্রের সংগে দাখিল করতে হবে। উপ-কর কমিশনার দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের জন্য প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন। নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান করা হলে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটিই ঘোষিত আয় গৃহীত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এরূপ আয় “অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়” হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং তা করদাতার মোট আয় (total income) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। উপ-কর কমিশনার এরূপ ঘোষিত আয় বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করবেন। এরূপ ঘোষিত আয়ের তথ্য সম্বলিত একটি রেজিস্টার সার্কেল অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। নিম্নরূপ ছকে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবেঃ

ছক

এস. আর. ও নং ২০৩ আইন/২০০০ তারিখ ৩/৭/২০০০ ইং অনুসারে
“অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়” এর ঘোষণা পত্র

- (১) করদাতার নাম ও ঠিকানা : -----

- (২) টি.আই.এন. (যদি থাকে) : -----
- (৩) সার্কেলের নাম : ----- কর অঞ্চলের নামঃ -----
- (৪) ঘোষিত আয়ের পরিমাণঃ ----- (অংকে) ----- (কথায়)
- (৫) পরিশোধিত করের
 ক) পরিমাণঃ -----
 খ) চালান নং/পে অর্ডার নংঃ ----- তারিখঃ -----

তারিখ-----

করদাতার নাম ও স্বাক্ষর

ঘোষণা প্রদানকারী নিজেই উপরি উক্ত ছক প্রস্তুত ও পূরণ করে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে পারবেন। TIN নেই এরূপ ব্যক্তিও (person) ঘোষণা প্রদান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ঘোষণাকারী আয়কর বিধি-64B অনুসারে TIN রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করলে ঘোষণাকারীকে TIN প্রদান করা হবে।

উপ-কর কমিশনার এরূপ ঘোষণা পত্রের জন্য নিম্নরূপ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করবেনঃ

এস. আর. ও নং ২০৩ আইন/২০০০ তারিখ ৩/৭/২০০০ ইং অনুসারে
কর অনারোপিত আয় ঘোষণার
প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

ক্রমিক নং ----- তারিখ: -----
নামঃ -----
ঠিকানাঃ -----

টি.আই.এন (যদি থাকে):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

এর নিকট হইতে নির্ধারিত ছকে এস. আর. ও নং ২০৩ আইন/২০০০ তাং ৩.৭.২০০০ ইং অনুসারে ----- টাকা কর অনারোপিত আয়ের ঘোষণাপত্র ও উহার জন্য ----- টাকা আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ট্রেজারী চালান নং ----- তারিখঃ ----- বুঝিয়া পাইলাম।

উপ/সহকারী/অতিঃ সহকারী কর কমিশনার
সার্কেল- -----
কর অঞ্চল -----

সীল

৫। লিজিং কোম্পানীর লীজ প্রদত্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ নির্ণয়ের জন্য fair market value -র সংজ্ঞা পুনর্বিদ্যমানঃ

লিজিং কোম্পানীসমূহ সম্পত্তি (property) লীজ প্রদান করে থাকে। লিজিং কোম্পানী চুক্তি অনুসারে লীজ গ্রহীতাকে চুক্তির মেয়াদ শেষে residual value তে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করে থাকে। আয়কর অধ্যাদেশের 32 ধারায় fair market value অনুসারে কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ বিক্রয় জনিত মূলধনী লাভ নির্ধারণের বিধান আছে। লিজিং কোম্পানী চুক্তি অনুযায়ী residual value তে সম্পদ হস্তান্তর করে থাকে, বাজার মূল্যে নয়। লিজিং কোম্পানী চুক্তি অনুযায়ী লীজ গ্রহীতাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করলে fair market value কে residual value -এর অনুরূপ গণ্য করার বিধান করে লিজিং কোম্পানীর জন্য fair market value এর বিশেষ সংজ্ঞা প্রদান করে আয়কর অধ্যাদেশের 2(30) ধারাটি পুনর্বিদ্যমান করা হয়েছে।

৬। গৃহ সম্পত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আয়কর হার সংশোধন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19B ধারার সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের 19B ধারার বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বাড়ী নির্মাণ বা এপার্টমেন্ট ক্রয়ে বিনিয়োগের উপর নিম্নরূপ হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে কর বিভাগ উক্ত বিনিয়োগ গ্রহণ করে থাকে।

বাড়ী বা এ্যাপার্টমেন্টের plinth area	হার
১৪০ বর্গমিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গমিটার ১০০/- টাকা
১৪০ বর্গমিটারের অধিক হতে ২৩০ বর্গমিটার পর্যন্ত ...	প্রতি বর্গমিটার ১৫০/- টাকা
২৩০ বর্গমিটারের অধিক	প্রতি বর্গমিটার ২০০/- টাকা

অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে 19B ধারার প্রদেয় আয়করের হার নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছেঃ

বা এ্যাপার্টমেন্টের plinth area	হার
৭০ বর্গমিটার পর্যন্ত বাড়ী নির্মাণ বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটার ৭৫/- টাকা
৭০ বর্গমিটারের অধিক হতে ১৪০ বর্গমিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গমিটার ১২০/- টাকা
১৪০ বর্গমিটারের অধিক হতে ২৩০ বর্গমিটার পর্যন্ত ..	প্রতি বর্গমিটার ১৮০/- টাকা
২৩০ বর্গমিটারের অধিক	প্রতি বর্গমিটার ২৫০/- টাকা

২০০০-২০০১ কর বৎসর হতে এ হার প্রযোজ্য হবে।

- ৭। গৃহ সম্পত্তি হতে আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বার্ষিক মূল্যের ১/৫ অংশ হতে ১/৪ অংশে বৃদ্ধি সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 25 ধারা এর (1) উপ-ধারার ক্লজ (h) সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে গৃহ সম্পত্তি ভাড়া আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচের প্রমাণ দাখিল না করা হলে বার্ষিক মূল্যের ১/৫ অংশ এবং প্রমাণ দাখিল করা হলে ১/৪ অংশ অনুমোদন করা হতো। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 25 ধারা এর (1) উপ-ধারার ক্লজ (h) সংশোধন করে এরূপ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যে মেরামত, ভাড়া আদায়, পানি ও পয়ঃ, বিদ্যুৎ এবং দারোয়ান, নিরাপত্তা প্রহরী, পাম্পম্যান, লিফটম্যান, কেয়ার টেকারের বেতনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ প্রমাণ ব্যতিরেকে বার্ষিক মূল্যের ১/৪ অংশ অনুমোদন করা হবে। ২০০০-২০০১ কর বৎসর হতে এ বিধান কার্যকর হবে।

- ৮। ব্যবসার আয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য আনুতোষিক সংক্রান্ত 30 ধারার ক্লজ (e) সংশোধনঃ

বর্তমানে 30 (e) ধারা অনুসারে ব্যবসার আয়ের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রদত্ত আনুতোষিক বার্ষিক ৭২,০০০/- টাকা ও মূল বেতনের ৫০% এর মধ্যে যেটি কম তা নিয়োগকারীর খরচ হিসাবে অনুমোদনের বিধান আছে। এ বিধান সংশোধন করে কর্মকর্তা কর্মচারীকে মূল বেতনের পরিমাণ নির্বিশেষে ১,৩২,০০০/- টাকা পর্যন্ত আনুতোষিক অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে। মূল বেতনের ৫০% এর শর্তটি বিলোপ করা হয়েছে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে ১,৩২,০০০/- টাকার বেশী আনুতোষিক প্রদান করা হলে অতিরিক্ত অংক নিয়োগকারীর খরচ হিসেবে অনুমোদন করা হবে না।

৯। মূলধনী লাভ বিনিয়োগ করা হলে কর অব্যাহতি সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের 32 ধারার (6), (8), ও (9) উপ-ধারা বিলোপ এবং (12) উপ-ধারা সংশোধনঃ

মূলধনী লাভ 32 ধারার (6), (8), ও (9) উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হলে উদ্ভূত মূলধনী লাভ কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল। 32 ধারার (6), (8), ও (9) উপ-ধারা বিলোপ করা হয়েছে। ফলে মূলধনী লাভ এসব খাতে বিনিয়োগ করা হলে তা আর আয়কর অব্যাহতিযোগ্য হবে না। এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে 32 ধারার (12) উপ-ধারায় সংশ্লিষ্ট সংশোধন করা হয়েছে।

১০। বেসরকারী হাসপাতালে ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দানকে বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করে 44 ধারার উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (b) ও Sixth Schedule, Part B তে নতুন 11A ও 11B সংযোজনঃ

Sixth Schedule, Part B তে বেসরকারী হাসপাতাল ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দানকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন 11A ও 11B অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। এরূপ দানকে বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে 44 ধারার উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (b) সংশোধন করা হয়েছে। তবে এরূপ দান প্রদানের অন্ততঃ তিন বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

১১। বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াতের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি করে আয়কর অধ্যাদেশ, 1988 এর ধারা 44 এর উপ-ধারা (3) সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের 44(3) ধারায় বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য মোট আয়ের ২০% তবে ১,৫০,০০০/- টাকার অধিক নয় এমন সীমা আছে। বিনিয়োগ সীমা ১,৫০,০০০/- টাকা থেকে ২,০০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করে এ ধারা সংশোধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও সংশোধন আনা হয়েছে যে ষ্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধনকৃত কোম্পানীর প্রাইমারী শেয়ারে বিনিয়োগ করা হলে শেয়ারে বিনিয়োগকৃত অংকের জন্য অতিরিক্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পাওয়া যাবে। সে সাথে Sixth Schedule, Part B এর paragraphs 11A ও 11B তে বর্ণিত বিনিয়োগকে এর আওতায় আনার জন্য আয়কর অধ্যাদেশের 44 ধারার (3) উপ-ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। তবে আয়কর রেয়াতের জন্য মোট আয়ের ২০% পর্যন্ত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমার হারের শর্তটি অপরিবর্তিত থাকবে। নীচে দু'টি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলোঃ-

উদাহরণ-১

করদাতার নিরূপিত মোট আয় ১২,০০,০০০/- টাকা। তিনি অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করেছেন ২,০০,০০০/- টাকা ও ষ্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানীর প্রাইমারী শেয়ার

ক্রমে বিনিয়োগ করেছেন ৪০,০০০/- টাকা। তিনি কি পরিমাণ বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন ?

সেক্ষেত্রে মোট আয়ের ২০% = ২,৪০,০০০/- টাকা

করদাতা ২,০০,০০০/- + ২৫,০০০/- (শেয়ারে বিনিয়োগের জন্য) = ২,২৫,০০০/- টাকার উপর ১৫% অর্থাৎ ৩৩,৭৫০/- টাকা বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন।

উদাহরণ-২

করদাতার নিরূপিত মোট আয় ৮,০০,০০০/- টাকা। তিনি অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করেছেন ১,৫০,০০০/- টাকা এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জ নিবন্ধিত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন ৪০,০০০/- টাকা। তিনি কত টাকার বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন?

সেক্ষেত্রে মোট আয়ের ২০% = ১,৬০,০০০/- টাকা

তিনি ১,৬০,০০০/- টাকা বিনিয়োগের উপর ১৫% হারে ২৪,০০০/- টাকা বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন।

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াতের এ বিধান কর বৎসর ২০০০-২০০১ এর জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তা কর বৎসর ২০০১-২০০২ এ অপরিবর্তিত থাকবে।

১২। কর অবকাশ (Tax Holiday) সুবিধার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ, কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করার সময়সীমা পরিবর্তন করে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 46A এর উপ-ধারা (1) এবং উপ-ধারা (2) সংশোধনঃ ইতোপূর্বে আয়কর অধ্যাদেশের 46A(1) ধারার বিধানের আওতায় কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ ৩০-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত নিদিষ্ট ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A এর উপ-ধারা (1) সংশোধনের মাধ্যমে কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ ৩০-৬-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩০-৬-২০০৫ ইং তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প বা ভৌত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হলে তা 46A ধারার সুবিধাদি পাবার যোগ্য হবে।

এছাড়া এ ধারার (1) উপ-ধারার ক্রম (a) ও (b) পুনর্বিদ্যমান করা হয়েছে। পুনর্বিদ্যমান বিধান অনুসারে ঢাকা ও চট্টগ্রাম (রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) বিভাগে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প বা ভৌত অবকাঠামো সুবিধা ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য কর অবকাশের যোগ্য হবে। রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল বিভাগ ও রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো সুবিধা ৭ (সাত) বছরের জন্য কর অবকাশের যোগ্য হবে।

এতদ্ব্যতীত ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের বিধান অনুসারে কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর ১৮০ দিনের মধ্যে কর অবকাশ সুবিধার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করতে হতো। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A এর উপ-ধারা (2) এর ক্রম (f) সংশোধন করে একরূপ বিধান

করা হয়েছে যে, কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্তে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার মাস থেকে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন দাখিল করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০০ বা এর পরে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে একরূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন কার্যকর হবে।

১৩। উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা 49 এর তালিকা সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের 49 ধারায় উৎসে আয়কর কর্তনের তালিকা সংশোধন করা হয়েছে। রিয়াল এস্টেট এর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত ক্লজ (y) এই তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ৩টি নতুন খাতকে সংযোজন করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে-

- (ক) ক্লজ (za) তে বিদেশী ক্রেতাদের কমিশন বা চার্জ প্রদান;
- (খ) ক্লজ (zb) তে জেনারেল ইস্যুরেস সার্ভেয়ারদের সার্ভে ফি প্রদান;
- (গ) ক্লজ (zc) তে ট্রাভেল এজেন্টকে কমিশন বা বাটা প্রদান।

১৪। বিড়ি শিল্পের ব্যান্ডরোলার উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52B ধারা সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিড়ি উৎপাদকের ব্যান্ডরোলার উপর পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হতো। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52B ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে ব্যান্ডরোলার উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার তিন শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৫। বোনাস শেয়ার হতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বিলোপ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52E ধারা সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বোনাস শেয়ার ইস্যু করার সময় বোনাস শেয়ারের face value এর উপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52E ধারা সংশোধন করে বোনাস শেয়ার হতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বিলোপ করা হয়েছে। ফলে এখন হতে কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বোনাস শেয়ার ইস্যু করার সময় উৎসে কোন আয়কর সংগ্রহ করা হবে না। তবে বিদ্যমান আইনে শেয়ার হোল্ডারদের নগদ বোনাস বিতরণের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান বহাল রাখা হয়েছে।

১৬। রিয়াল এস্টেট ব্যবসাকে উৎসে আয়কর সংগ্রহের আওতা থেকে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52H ধারা বিলোপকরণঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক উভয় প্রকার ভবন নির্মাণের সাথে জড়িত রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ীদের ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনকালে নির্দিষ্ট হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের 52H ধারা বিলোপ করা হয়েছে। ফলে এখন হতে রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ীদের আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনকালে কোন উৎসে আয়কর সংগ্রহ করা হবে না।

১৭। ট্রাভেল এজেন্সী কমিশনের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন ধারা 52J সংযোজন এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে বিধি-17F সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে নতুন 52J ধারা সংযোজনপূর্বক ট্রাভেল এজেন্সী কমিশনের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশের এ বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের নিমিত্তে এস. আর. ও. নং ২০০ আইন/২০০০ তারিখ ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে বিধি-17F সংযোজন করা হয়েছে। বিধি-17F অনুযায়ী সকল এয়ার লাইন্স টিকিট বিক্রয় এবং মালামাল পরিবহনের ভাড়ার উপর চার শতাংশ হারে ট্রাভেল এজেন্সী কমিশন গণ্য করে উক্ত কমিশনের উপর পাঁচ শতাংশ হারে অগ্রীম আয়কর কর্তন/সংগ্রহ করবেন। এয়ার লাইন্সসমূহ ট্রাভেল এজেন্টদের কাছ থেকে টিকেট বা কার্গোর ভাড়া মূল্য গ্রহণকালে এরূপ আয়কর পরিশোধ নিশ্চিত করবেন।

১৮। বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা চার্জের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন ধারা 53EE সংযোজনঃ বাইং হাউজ সহ বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন, চার্জ বা ফি এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত এরূপ কমিশন ইত্যাদির ২.৫% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করে নতুন ধারা 53EE সংযোজন করা হয়েছে। এ ধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে এরূপ কমিশন বা চার্জ থেকে এ হারে আয়কর সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

১৯। আয় বছরে মোট বীমা কমিশন ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত অতিক্রম না করলে উৎসে আয়কর কর্তন না করা সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 53G ধারার proviso সংশোধনঃ

বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 53G ধারার proviso অনুযায়ী কোন আয় বছরে বীমা প্রতিনিধিকে প্রদেয় কমিশন ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া আছে। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 53G ধারার proviso সংশোধন করে কোন আয় বছরে কোন বীমা প্রতিনিধিকে প্রদেয় কমিশন ৪০,০০০/- টাকা অতিক্রম না করলে উৎসে আয়কর কর্তন না করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে ৪০,০০০/- টাকা উপরে বীমা কমিশন প্রাপ্ত হলে সম্পূর্ণ অংকের উপর পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হবে।

২০। জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ারদের বিল প্রদানকালে পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন ধারা 53GG সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের নতুন ধারা 53GG সংযোজনপূর্বক এরূপ বিধান করা হয়েছে যে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ারদের বিল প্রদানকালে বিল প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানীকে প্রদেয় বিলের উপর পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করবে।

২১। আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সর্বশেষ সময় বৃদ্ধিকরণ এবং আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত ক্ষমতা সংশোধন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (ii) এবং উপ-ধারা (3) এর proviso সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুসারে কোম্পানী ব্যতীত অন্য করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সর্বশেষ সময় ১৫ই সেপ্টেম্বর। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (ii) সংশোধনের মাধ্যমে কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সর্বশেষ সময় ৩০শে সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তারিখ আর না বাড়ানোর নীতি অনুসৃত হবে বলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শী যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে করদাতার রিটার্ণ দাখিলের সময় তিন মাসের অধিক মঞ্জুর করতে পারতেন। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে ধারা 75 এর উপ-ধারা (3) এর proviso সংশোধনপূর্বক এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, করদাতার রিটার্ণ দাখিলের সময় তিন মাসের অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না।

২২। আয়কর রিটার্ণ সঠিক (correct) হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্ত শিথিলকরণ এবং এ পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণের অডিট পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 82 ধারার সংশোধন, উক্ত ধারার দ্বিতীয় proviso এর ক্লজ (c) বিলোপকরণ এবং নূতন উপ-ধারা (2) এর সংযোজন ও এতদসংক্রান্ত বিধি-64A সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুসারে যে সকল কোম্পানীতে বিদেশী শেয়ার মালিকানার পরিমাণ উক্ত কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের ৫০ শতাংশ কিংবা তার অধিক সে সকল কোম্পানী অথবা পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী বা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বা সংগঠিত বিধিবদ্ধ সংস্থা অথবা জাতীয়করণকৃত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণের সাথে যদি কোন চার্জ একাউন্টের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ আয়কর বিধি 64A অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করে তাহলে কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে কর বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়। তবে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী রিটার্ণে লোকসান অথবা সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা কম আয় প্রদর্শিত হলে কিংবা রিটার্ণের ভিত্তিতে কর নিরূপনে রিফাউ সৃষ্টি হলে উপরি উক্ত বিধান প্রযোজ্য হতো না। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের 82 ধারার সংশোধন এবং দ্বিতীয় proviso এর ক্লজ (c) বিলোপকরণের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, রিটার্ণে লোকসান বা সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা কম আয় প্রদর্শিত হলে এবং রিটার্ণের ভিত্তিতে কর নিরূপনে রিফাউ সৃষ্টি হলেও ধারা 82 এর উপ-ধারা (1) এ বর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করলে কর বিভাগ কর্তৃক কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে 82 ধারায় নূতন উপ-ধারা (2) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, 82

ধারার উপ-ধারা (1) অনুসারে দাখিলকৃত রিটার্নের যে সকল রিটার্নে লোকসান অথবা সর্বশেষ আয় অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হয় বা রিটার্নের ভিত্তিতে রিফাউ সৃষ্টি হয় সে সকল রিটার্নের দশ শতাংশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এর অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ অডিটের জন্য নির্ধারণ করতে পারবে। নির্ধারিত রিটার্নসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার নিবিড় অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আয়কর অধ্যাদেশের 83 বা 84 ধারায় পুনর্বীর কর মামলা নিষ্পন্ন করবেন।

সে সাথে এস. আর. ও. নং ২০০ আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধি-64A তে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের এতদসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রের সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক গৃহীত International Accounting Standard এর ধারা সমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে তা প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

২৩। উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত আয়করকে চূড়ান্ত আয়কর দায় হিসাবে গণ্য করার বিধান ১টি ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে আরও ৫টি ক্ষেত্র এর অন্তর্ভুক্ত করে অধ্যাদেশ 82C ধারা উপ-ধারা (2) ও (4) সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত আয়করকে চূড়ান্ত আয়কর দায় পরিশোধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে এই ধারা হতে রিয়াল এস্টেট ব্যবসা বাদ দেয়া হয়েছে এবং কিছু নতুন ক্ষেত্র সংযোজন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত আয়করকে চূড়ান্ত আয়কর দায় পরিশোধ হিসেবে গণ্য করতে হবেঃ

(ক) ঠিকাদার ও সরবরাহকারীকে প্রদত্ত বিল (ধারা 52);

(খ) বিড়ির ব্যান্ডরোল (ধারা 52B);

(গ) সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্টের সুদ (ধারা 52D);

(ঘ) ট্রাভেল এজেন্টদের কমিশন বা বাটা (ধারা 52J);

(ঙ) বাণিজ্যিক আমদানী (ধারা 53);

(চ) জনশক্তি রপ্তানী (ধারা 53B);

(ছ) প্রকাশ্য নিলাম (ধারা 53C);

(জ) সঞ্চয়ী, মেয়াদী বা টার্ম সঞ্চয়ের সুদ (কোম্পানী নয় এরূপ করদাতার ক্ষেত্রে) (ধারা 53F);

(ঝ) ইস্যুরেস কমিশন (ধারা 53G);

(ঞ) জেনারেল ইস্যুরেস এর সার্ভে বিল (ধারা 53GG);

(ট) সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য (ধারা 53H);

(ঠ) লটারী ইত্যাদির আয় (ধারা 55)।

উপরি উক্ত পরিবর্তনের লক্ষ্যে 82C ধারা (2) ও (4) উপ-ধারা সংশোধন করা হয়েছে। সেই সাথে (2) উপ-ধারায় proviso তে কিছু সংশোধন করা হয়েছে। proviso তে সংশোধনের ফলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত আয়কর চূড়ান্ত আয়কর দায় হিসেবে গণ্য হবে না।

- আয়কর বিধি 39 অনুসারে তেল কোম্পানী ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদারের ক্ষেত্রে;
- উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা 32 ধারা (10) উপ-ধারা অনুসারে বিনিয়োগ এর ক্ষেত্রে;
- কোন কোম্পানী কর্তৃক সঞ্চয়ী, মেয়াদী বা টার্ম ডিপোজিট এর সুদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে।

২৪। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর দাখিলকৃত স্ব-নির্ধারণী আয়কর রিটার্ন অডিট সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 83AA এর উপ-ধারা-3 এর proviso সংশোধনঃ

অধ্যাদেশ 83AA ধারা (3) উপ-ধারা proviso তে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা ২০% বেশী আয় দেখালে অডিট থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান আছে। এ বৃদ্ধি ২০% থেকে ১৫% এ হ্রাস করা হয়েছে। ফলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা ১৫% বেশী আয় দেখালে ঐ রিটার্ন অডিট কার্যক্রম থেকে অব্যাহতিযোগ্য হবে।

২৫। কোম্পানী করদাতাদের চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক অডিটের ক্ষমতা প্রদান ও উক্ত অডিটের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত নতুন ধারা 83AAA সংযোজনঃ

নব সংযোজিত ধারা 83AAA সংযোজনের মাধ্যমে নির্ধারিত কোম্পানী করদাতাদের নিবিড় ও Intensive অডিট কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা অডিট করার বিধান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অডিট রিপোর্ট বোর্ডে দাখিল করবে। বোর্ড এ অডিট রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারকে প্রেরণ করবে। উপ-কর কমিশনার এ অডিট রিপোর্টকে piece of evidence হিসেবে গণ্য করবেন এবং রিপোর্ট প্রাপ্তির পর 83(1)/79 ধারার নোটিশ প্রদান করবেন। তিনি করদাতার অনুরোধে শুনানীকালে এ অডিট রিপোর্টের ভাষ্য করদাতাকে জানাতে পারবেন। এ অডিট রিপোর্ট, করদাতা বা তার আইনগত প্রতিনিধির প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও তথ্য প্রমানাদি যাচাই করে চূড়ান্ত শুনানীর ৩০ দিনের মধ্যে উপ-কর কমিশনার ঐ মামলার কর নির্ধারণ সম্পন্ন করবেন।

২৬। রিফান্ড উদ্ধৃত হলে দাবীনামার সাথে রিফান্ড ভাউচার প্রদানের বিধান প্রবর্তন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 135 ও আয়কর বিধি 26 সংশোধনঃ আয়কর অধ্যাদেশের 135 ধারা সংশোধন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কর নির্ধারণের ফলে রিফান্ড উদ্ধৃত হলে দাবীনামায় ফেরৎযোগ্য আয়করের পরিমাণ উল্লেখ রাখতে হবে ও দাবীনামার সাথে রিফান্ড ভাউচার সংযোজন করতে হবে। এরূপ রিফান্ড ভাউচার প্রদানের পূর্বে 152 ধারা অনুসারে অন্য বৎসরের আয়কর দাবী থাকলে তা সমন্বয় করে অবশিষ্ট অংকের রিফান্ড ভাউচার প্রদেয় হবে। অন্য কর বৎসরের আয়কর দাবী সমন্বয় করার পর রিফান্ড প্রদেয় না হলে রিফান্ড ভাউচার দাবীনামার সাথে সংযোজনের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

তবে 83A ও 83AA ধারার নিরূপিত আয়কে এ সংশোধনের বহির্ভূত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ 83A ও 83AA ধারায় নিরূপিত আয়ের ক্ষেত্রে রিফান্ড উদ্ধৃত হলে দাবীনামার সাথে রিফান্ড ভাউচার প্রেরণের বাধ্যবাধকতা নেই। একই সাথে এস. আর. ও. নং ২০০ আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে দাবীনামার ছক সংক্রান্ত আয়কর বিধি 26 এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

২৭। উপকর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের পূর্বে কর নির্ধারণের ফলে প্রদেয় করের ৫% কর পরিশোধের বিধান বিলোপকরণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের, ১৯৮৪ এর ধারা 153 এর উপ-ধারা (3) সংশোধনঃ বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উপ-কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের আদেশ অনুযায়ী প্রদেয় আয়করের পাঁচ শতাংশ অথবা রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়কর -এ দুয়ের মধ্যে যেটি বেশী তা পরিশোধের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 153 এর উপ-ধারা (3) সংশোধনের মাধ্যমে আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের আদেশ অনুযায়ী প্রদেয় আয়করের পাঁচ শতাংশ পরিশোধের বিধান বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন উপ-কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়কর পরিশোধ করতে হবে। নব প্রবর্তিত এ বিধান ১লা জুলাই, ২০০০ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে যে কোন করবর্ষের জন্য দায়েরকৃত আপীল মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৮। কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ২০ শতাংশ হতে ১০ শতাংশে হ্রাসকরণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এরূপ আয়কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদানের বিধান বাতিলকরণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 158 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (a) সংশোধন এবং উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (b) বিলোপকরণঃ

বিদ্যমান আইনে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে করদাতা কর্তৃক আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং 74 ধারায় প্রদেয় আয়করের পার্থক্যের

২০ শতাংশ পরিশোধের শর্ত ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 158 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (a) সংশোধনপূর্বক এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, করদাতা কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়কর এবং 74 ধারায় প্রদেয় আয়করের পার্থক্যের 1০ শতাংশ আয়কর পরিশোধ করতে হবে। উক্ত ধারার উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (b) বিলুপ্ত করণের মাধ্যমে এরূপ আয়কর পরিশোধ হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা বিলোপ করা হয়েছে। এ বিধান 1লা জুলাই, ২০০০ ইং বা তৎপরবর্তী সময়ে যে কোন করবর্ষের জন্য ট্রাইব্যুনাল আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৯। বাধ্যতামূলকভাবে টি.আই.এন. সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র দাখিলের আওতা সম্প্রসারণ করে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 184A সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে কতিপয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে টি.আই.এন সম্বলিত সনদপত্র দাখিলের বিধান আছে। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 184A এর ক্লজ (e), (f) ও (g) সংযোজনের মাধ্যমে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ারদের লাইসেন্স/এনলিষ্টমেন্ট প্রদান বা নবায়নে, সিটি কর্পোরেশন জমি, দালান বা এপার্টমেন্ট ক্রয়ে এবং ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ জীপ, কার, মাইক্রোবাসের রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়নকালে বাধ্যতামূলকভাবে টি.আই.এন সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩০। কতিপয় ক্ষেত্রে TIN উল্লেখ করার বিধান জারীর ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অর্পন করা সংক্রান্ত নতুন ধারা 184AA সংযোজনঃ

নব সংযোজিত ধারা 184AA অনুসারে সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গেজেট প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ঐ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত ডকুমেন্টে TIN উল্লেখ করার বিধান জারী করতে পারবে।

৩১। প্রত্যেক বছর টি.আই.এন সার্টিফিকেট সংগ্রহের বিধান বাতিলকরণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 184C সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ৯৯ এর মাধ্যমে প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী ব্যবসা বা পেশার আয় রয়েছে এমন করদাতাদের সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট হতে প্রতি বছর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে টি.আই.এন সার্টিফিকেট সংগ্রহ পূর্বক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধামত প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শনের বিধান আছে। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের 184C ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিবছর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে টি.আই.এন সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট হতে সংগ্রহের পরিবর্তে তা একবার/এককালীন সংগ্রহ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধামত প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শনের বিধান করা হয়েছে।

৩২। কর ফাঁকি রোধ ও আদায় তৎপরতা ইত্যাদিতে বিশেষ অবদানের জন্য নগদ পুরস্কার প্রদান সম্বলিত নতুন ধারা 184D সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের নতুন ধারা 184D সংযোজনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি আয়ের গোপন তথ্য সরবরাহ করলে বা কর বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর ফাঁকি রোধ, কর আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখলে তাদের নগদ পুরস্কার প্রদানের বিধান করা হয়েছে।

৩৩। **Superannuation Fund এবং Gratuity Fund** এর অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের পরিবর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন পত্র দাখিল করার বিধান প্রবর্তন এবং **Superannuation Fund** এর সাথে **Pension Fund** কে অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের **First Schedule** এর **Part A** এবং **Part C** এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী Superannuation Fund এবং Gratuity Fund এর অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট আবেদন করার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের First Schedule এর Part A এর paragraph 4 এর sub-paragraph (1) এবং Part C এর paragraph 4 এর sub-paragraph (1) এর সংশোধনের মাধ্যমে Superannuation Fund, Pension Fund এবং Gratuity Fund অনুমোদনের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করার বিধান করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা-(2) এর ক্লজ (6) তুনযায়ী Pension Fund কে Superannuation Fund এবং Gratuity Fund এ অন্তর্ভুক্ত করা আছে। এ কারণে Superannuation Fund এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা Pension Fund এর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য করার নিমিত্তে আয়কর অধ্যাদেশের First Schedule এর Part A এর সর্বত্র Superannuation Fund শব্দের পরে Pension Fund - শব্দ সংযোজন করা হয়েছে।

৩৪। শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকারী যন্ত্রপাতিকে প্রদেয় ত্বরান্বিত অবচয়ভাতা (**Accelerated Depreciation Allowance**) প্রদানের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ ও দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Third Schedule** এর **paragraph 7** এবং **7A** এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে কর অবকাশের বিকল্প হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকারী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা (**Accelerated Depreciation Allowance**) সুবিধার সময়সীমা ৩০-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে, আয়কর অধ্যাদেশের **Third Schedule** এর **paragraph 7** এর **sub-paragraph (1)** এবং **paragraph 7A** এর **sub-paragraph (1)** এর

clause (a) ও clause (b) সংশোধনের মাধ্যমে এ ধরনের ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা (Accelerated Depreciation Allowance) এর মেয়াদ ৩০-৬-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকরী যন্ত্রপাতির ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা (Accelerated Depreciation Allowance) সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বানিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পরবর্তী চার মাসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের Third Schedule এর paragraph 7 এর sub-paragraph (2) এর clause (d) এবং paragraph 7A এর sub-paragraph (2) এর clause (b) সংশোধন মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকরী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা (Accelerated Depreciation Allowance) সুবিধা পাওয়ার জন্য যে মাসে বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে তার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করতে হবে।

৩৫। ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ মোটরগাড়ীর অবচয়ভাতা প্রদানের জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Third Schedule এর paragraph-II এর sub-paragraph-(3) এর proviso এবং paragraph-II এর sub-paragraph-(6) এর clause (a) সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ মোটরগাড়ি এর ক্রয়মূল্য অবচয়ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭,৫০,০০০/- (সাত লাখ) টাকায় নির্দিষ্ট ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের Third Schedule এর sub-paragraph-II এর sub-paragraph (3) এর proviso এবং paragraph-II এর sub-paragraph (6) এর clause (a) সংশোধন পূর্বক অবচয়ভাতা প্রদানের জন্য ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়না এরূপ মোটরগাড়ীর অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ ক্রয় মূল্য ৭,৫০,০০০/- টাকা হতে বাড়িয়ে ১০,০০,০০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩৬। ট্রাস্টের micro credit হতে উদ্ধৃত আয়কে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule এর Part A এর paragraph -1 সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule এর Part A এর paragraph 1 এ সংশোধনীর মাধ্যমে ট্রাস্ট অথবা অন্য কোন আইনী বাধ্যবাধকতামূলক ব্যবস্থার (trust or other legal obligation) অধীনে পরিচালিত micro credit হতে উদ্ধৃত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।

৩৭। স্থানীয় সরকার ব্যতীত অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (local authority) আয় করযোগ্য করে **Sixth Schedule, Part A এর paragraph 3** সংশোধনঃ ইতোপূর্বে Sixth Schedule, Part A এর paragraph 3 অনুযায়ী সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আয় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা General Clauses Act, 1897 এর ধারা 3(28) তে প্রদত্ত আছে। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে paragraph 3 সংশোধন করে কেবল স্থানীয় সরকারের আয়কে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জিলা পরিষদ, থানা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের আয় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে। এসব স্থানীয় সরকার ব্যতীত অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আয় করযোগ্য হবে।

৩৮। বিদেশী টেকনিশিয়ানদের চাকুরীচুক্তি অনুমোদনের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা এবং নির্ধারিত ছকে আবেদন করার বিধান প্রবর্তন সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর **Sixth Schedule, Part A এর paragraph 15 এর sub-paragraph (2)** সংশোধন ও আবেদনের ছক সংক্রান্ত নতুন বিধি-59B সংযোজনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিদেশী টেকনিশিয়ানদের চাকুরী আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বা আরম্ভ হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে চুক্তি অনুমোদনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করতে হতো। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের Sixth Schedule, Part A এর paragraph 15 এর sub-paragraph (2) সংশোধন মাধ্যমে বিদেশী টেকনিশিয়ান চাকুরী শুরু হওয়ার পূর্বে বা আরম্ভ হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে উক্ত চাকুরী চুক্তি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে আবেদনের বিধান করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে বিদেশী টেকনিশিয়ানদের চাকুরী চুক্তি অনুমোদনের নিমিত্তে আবেদনের কোন নির্ধারিত ফরম ছিল না। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের Sixth Schedule, Part-A এর paragraph 15 এর sub-paragraph (2) সংশোধনের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে বিদেশী টেকনিশিয়ানদের চাকুরী চুক্তি অনুমোদনের জন্য আবেদন করার বিধান করা হয়েছে। এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধি 59B সংযোজনের মাধ্যমে বিদেশী টেকনিশিয়ানদের কর অব্যাহতির আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩৯। অব্যাহতি প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড আয়ের করমুক্ত সীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত **Sixth Schedule, Part A এর paragraph 22** সংশোধনঃ

Sixth Schedule, Part A এর paragraph 22 এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতার বাৎসরিক ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড আয় করমুক্ত ছিল। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে এ paragraph সংশোধন করে ৩০,০০০/- টাকার স্থলে ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।

৪০। সেকেন্ডারী মার্কেট হতে ক্রয়কৃত শেয়ার বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule, Part B এর

paragraph 8 সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে সেকেন্ডারী মার্কেট হতে ক্রয়কৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 44 এর উপ-ধারা (2) অনুসারে বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করার বিধান ছিল না। অর্থ আইন, ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের Sixth Schedule, Part B এর paragraph 8 সংশোধন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, সেকেন্ডারী মার্কেট হতে ক্রয়কৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াতের সুবিধা করদাতারা প্রাপ্ত হবেন। তবে এরূপ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিনিয়োগকারীকে ক্রয়কৃত শেয়ার তার নামে হস্তান্তরের প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

৪১। উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত আয়কর বিধি-14 সংশোধনঃ

আয়কর বিধি-14 এর উপ-বিধি-(2) অনুযায়ী উৎসে কর্তনকৃত আয়কর double cheque পদ্ধতিতে জমার বিধান আছে। নিম্নলিখিত সূত্রসমূহের উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত আয়করের ক্ষেত্রে double cheque পদ্ধতি চালু আছেঃ-

- (ক) ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের বিল (52 ধারা);
- (খ) পেশাগত ও প্রযুক্তিগত সেবার বিল (52 A ধারা);
- (গ) কমিশন বা ফিস প্রদান (53E ধারা);
- (ঘ) চিকিৎসকদের ফিস প্রদান (52 G ধারা);
- (ঙ) বাড়ী ভাড়া প্রদান (53 A ধারা);
- (চ) ইস্যুরেন্স কমিশন (53 G ধারা)।

এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে এ বিধি সংশোধন করে জীবন বীমার কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে double cheque পদ্ধতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ ইস্যুরেন্স এজেন্টদের কমিশন double cheque পদ্ধতির পরিবর্তে আয়কর বিধি-14 এর উপ-বিধি-(1) অনুসারে আয়কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা করবে।

সে সাথে অনিবাসী ও স্থাপনাবিহীন ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে বিল গ্রহণকারীর পরিবর্তে বিল প্রদানকারী চেক বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী শাখার চালানের মাধ্যমে জমা করতে পারবে এরূপ proviso আয়কর বিধি-14 এর উপ-বিধি-(2) সংযোজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য double cheque পদ্ধতিতে প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রদেয় বিলের উপর ধার্যকৃত কর হারের সম পরিমাণ অঙ্কের একটি চেক সংশ্লিষ্ট Deputy Commissioner of Taxes এর অনুকূলে ইস্যু করবে এবং চেকটি বিল গ্রহীতাকে

হস্তান্তর করবে। বিল গ্রহীতা এ চেক চালান মারফত বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী শাখার জমা করবে। এ ট্রেজারী চালানের কাউন্টার ফয়েল উপস্থাপন সাপেক্ষে বিল প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বিলের অবশিষ্ট অঙ্কের চেক বিল গ্রহীতাকে হস্তান্তর করবে।

৪২। ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত বিধি-16 সংশোধনঃ

- (ক) ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের বিল প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ইতোপূর্বে প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এস. আর. ও. নং ২০০ আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে এ বিধি সংশোধন করে প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীকে উৎসে আয়কর কর্তনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীসমূহ তাদের ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের বিল প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তন করবেন।
- (খ) বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের উৎসে আয়কর কর্তনের তফসীল নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	উৎসে আয়কর কর্তনের হার
(১)	২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	শূন্য
(২)	২,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	১.৫%
(৩)	১০,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং ২৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	২.৫%
(৪)	২৫,০০,০০০/- টাকার অধিক পরিশোধের জন্য ...	৩%

তেল কোম্পানী কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে-

ক্রমিক নং	বিবরণ	উৎসে আয়কর কর্তনের হার
(১)	২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিল প্রদানের জন্য	শূন্য
(২)	২,০০,০০০/- টাকার অধিক বিল প্রদানের জন্য ...	০.৭৫%

এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং দ্বারা এ তফসীল নিম্নরূপ পুনর্বিদ্যাস করা হয়েছে-

ক্রমিক নং	বিবরণ	উৎসে আয়কর কর্তনের হার
(১)	৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	শূন্য
(২)	৩,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং ২৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	২%
(৩)	২৫,০০,০০০/- টাকার অধিক পরিশোধের জন্য ...	৩%

হস্তান্তর করবে। বিল গ্রহীতা এ চেক চালান মারফত বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারী শাখার জমা করবে। এ ট্রেজারী চালানের কাউন্টার ফয়েল উপস্থাপন সাপেক্ষে বিল প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বিলের অবশিষ্ট অঙ্কের চেক বিল গ্রহীতাকে হস্তান্তর করবে।

১২। ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত বিধি-16 সংশোধনঃ

- (ক) ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের বিল প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ইতোপূর্বে প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এস. আর. ও. নং ২০০ আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে এ বিধি সংশোধন করে প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীকে উৎসে আয়কর কর্তনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীসমূহ তাদের ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের বিল প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তন করবেন।
- (খ) বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের উৎসে আয়কর কর্তনের তফসীল নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	উৎসে আয়কর কর্তনের হার
(১)	২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	শূন্য
(২)	২,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	১.৫%
(৩)	১০,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং ২৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	২.৫%
(৪)	২৫,০০,০০০/- টাকার অধিক পরিশোধের জন্য ...	৩%

তেল কোম্পানী কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে-

ক্রমিক নং	বিবরণ	উৎসে আয়কর কর্তনের হার
(১)	২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিল প্রদানের জন্য	শূন্য
(২)	২,০০,০০০/- টাকার অধিক বিল প্রদানের জন্য ...	০.৭৫%

এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং দ্বারা এ তফসীল নিম্নরূপ পুনর্বিদ্যাস করা হয়েছে-

ক্রমিক নং	বিবরণ	উৎসে আয়কর কর্তনের হার
(১)	৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	শূন্য
(২)	৩,০০,০০০/- টাকার অধিক এবং ২৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিশোধের জন্য	২%
(৩)	২৫,০০,০০০/- টাকার অধিক পরিশোধের জন্য ...	৩%

তবে তৈল বিপন্ন কোম্পানীর তৈল সবারবাহের জন্য বিল প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আয়কর হার বহাল থাকবে।

উপরোক্ত (ক) ও (খ) এর পরিবর্তনসমূহ ১লা জুলাই, ২০০০ হতে কার্যকর হবে।

৪৩। আমদানীস্থলে উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি সংক্রান্ত আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17A সংশোধনঃ

আয়কর বিধি-17A তে নিম্নোক্ত ২টি পরিবর্তন এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং দ্বারা আনা হয়েছে-

ক) CNG চালিত দোতলা বাস বা ৪০ জনের অধিক বসার ক্ষমতা সম্পন্ন বাসের এবং পেট চিপস্ এর ক্ষেত্রে আমদানীস্থলে উৎসে আয়কর সংগ্রহ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আয়কর বিধি-17A এর প্রথম proviso তে ক্লজ (i) ও (j) সংযোজন করা হয়েছে।

খ) উক্ত বিধি-17A এর proviso প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত proviso অনুযায়ী করযোগ্য সত্তা নয় বা করযোগ্য হবে না এরূপ person কে এক কর বৎসরের পরিবর্তে আদেশে বর্ণিত সময় বৃত্তের জন্য উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রদানের আদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করতে পারবে।

৪৪। গৃহ সম্পত্তির ভাড়া প্রদানকালে উৎসে আয়কর কর্তনের হার পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17B সংশোধনঃ

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17B অনুসারে গৃহ সম্পত্তি আয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হয়-

মাসিক ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে	শূন্য
মাসিক ১০,০০০/- টাকার অধিক এবং ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে	৩%
মাসিক ২০,০০০/- টাকার অধিক এবং ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে	৪%
মাসিক ৩০,০০০/- টাকার অধিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে	৫%

এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে এ হার নিম্নরূপ পুনর্নির্ন্যাস করা হয়েছে-

মাসিক ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে	শূন্য
মাসিক ১৫,০০০/- টাকার অধিক এবং ৩৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে	৩%
মাসিক ৩৫,০০০/- টাকার অধিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে	৫%

এ হার ১লা জুলাই, ২০০০ হতে কার্যকর হবে।

১৫। কর্মকর্তা/কর্মচারীর আনুতোষিক এর মূল্য নিরূপন সংক্রান্ত আয়কর বিধি-33, 33A, 33C, 33D সংশোধন ও 33F বিলুপ্তকরণঃ

এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং জারীর মাধ্যমে আয়কর বিধি-33, 33A, 33C, 33D সংশোধন করা হয়েছে এবং বিধি-33F বিলুপ্ত করা হয়েছে।

আয়কর বিধি-33 এর উপ-বিধি (2) এর ক্লজ (b) সংশোধনের মাধ্যমে আনুতোষিক এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার পরিচালকদের 'employee' এর সংজ্ঞা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। ফলে বিধি-33A থেকে 33J এর সুবিধাদি কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার পরিচালকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

বিধি-33A এর বিদ্যমান বিধান অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রদত্ত নগদ বাড়ী ভাড়া মাসিক মূল বেতনের ৫০% অথবা ৫,০০০/- টাকা এর মধ্যে যা কম তা করমুক্ত। এ বিধান সংশোধন করে অব্যাহতি প্রাপ্ত নগদ বাড়ী ভাড়া মাসিক ৫,০০০/- টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এ অব্যাহতি মূল বেতনের ৫০% এর বেশী হবে না।

বিধি-33C এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত নগদ যাতায়াত ভাড়া কর মুক্ত। তা সংশোধন করে বার্ষিক ১২,০০০/- টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ভাতাকে করমুক্ত করা হয়েছে।

বিধি-33D এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী নিয়োগকারী যানবাহন প্রদান করলে এবং ঐ যানবাহন employee কর্তৃক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও private কাজের জন্য ব্যবহৃত হলে মূল বেতনের সাড়ে সাত শতাংশ আয় হিসাবে সংযোজিত হয়। তা সংশোধন করে ঐ যানবাহন ব্যক্তিগত বা নিয়োগকারীর দাপ্তরিক কাজে আংশিক বা সম্পূর্ণ যেভাবেই যতটুকু ব্যবহৃত হোক না কেন মূল বেতনের ৫% আয়ের সঙ্গে সংযোজিত হবে -এরূপ বিধান করা হয়েছে।

সে সাথে যানবাহন আংশিক ব্যক্তিগত ও আংশিক দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত আয়কর বিধি-33F বিলুপ্ত করা হয়েছে।

২০০০-২০০১ কর বৎসর হতে এ সব বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৬। কোম্পানী ব্যতীত করদাতাদের স্ব-নির্ধারণী আয়কর রিটার্ন দাখিলের শর্ত শিথিল সংক্রান্ত আয়কর বিধি-38 সংশোধনঃ

বিদ্যমান বিধান অনুসারে কোম্পানী নয় এমন করদাতাদের স্ব-নির্ধারণী রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে। এর কিছু শর্ত প্রত্যাহার করে এস. আর. ও. নং ২০০ আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধি-38 সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান বিধান অনুযায়ীঃ

- ক) কোম্পানীর পরিচালকরা (শেয়ারের পরিমাণ নির্বিশেষে) স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবেন।
- খ) স্বনির্ধারণী পদ্ধতির রিটার্ণে মোট আয় সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা কম বা ক্ষতি প্রদর্শন করা যাবে।
- গ) রিফান্ড উদ্ভূত হবে এমন রিটার্ণ স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য হবে।
- ঘ) ব্যবসা বা পেশা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসার প্রথম বৎসরে প্রারম্ভিক মূলধন সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০/- টাকার স্থলে ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রদর্শন করা হলে ঐ বৎসরে এই পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণ গ্রহণ করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে ঐ বৎসর প্রারম্ভিক মূলধনের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ ব্যবসা বা পেশার আয় দেখাতে হবে।
- ঙ) করযোগ্য আয় প্রদর্শন করলে আয়করের নির্ধারিত হার অনুযায়ী নূন্যতম করের পরিমাণ কোন ভাবেই ১,০০০/- টাকার কম হবে না।

৪৭। বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ ব্যবসার খরচ হিসাবে অনুমোদন সংক্রান্ত আয়কর বিধি- 65C সংশোধনঃ

আয়কর বিধি-65C অনুসারে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30(f) (iv) এর আওতায় ব্যবসার আয়ের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিনামূল্যে নমুনা খরচ হিসেবে অনুমোদনের বিধান আছে-

	হার
৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য	১.৫%
৫ কোটি টাকার বেশী কিন্তু ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য	০.৭৫%
১০ কোটি টাকার বেশী বিক্রয়ের জন্য	০.৩৭৫%

অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রে এ হার বহাল রেখে ঔষধ উৎপাদনকারীদের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ খরচ অনুমোদনের বিধান করে এস. আর. ও. নং ২০০ আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে এ বিধিতে proviso সংযোজন করা হয়েছে। নব সংযোজিত এ proviso অনুসারে ঔষধ উৎপাদনকারীর জন্য নিম্নরূপ সীমা পর্যন্ত বিনামূল্যে নমুনা খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে--

	হার
৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য	২%
৫ কোটি টাকার বেশী কিন্তু ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য	১%
১০ কোটি টাকার বেশী বিক্রয়ের জন্য	০.৫০%

৪৮। পর্যটন শিল্প সংক্রান্ত আয়কর বিধি- 66 সংশোধনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 46A ধারায় কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আবাসিক হোটেলকে পর্যটন শিল্প হিসেবে গণ্যের জন্য আয়কর বিধি- 66 প্রণীত

আছে। এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০০ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে বিদ্যমান এ বিধির ক্লজ (a) সংশোধনের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত আবাসিক হোটেলের জন্য ন্যূনতম কক্ষ সংখ্যা ৩০ ও অন্যান্য এলাকার জন্য ন্যূনতম কক্ষ সংখ্যা ১০ করা হয়েছে। সে সাথে এ বিধির বিভিন্ন ক্লজে বর্ণিত standard হ্রাস করা সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ক্ষমতা সংক্রান্ত proviso টি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

৪৯। ভাড়ায় ব্যবহৃত বাস, মিনিবাস, ট্রাক ইত্যাদির উপর অনুমিত আয়কর হার বিন্যাসকরণঃ

এস. আর. ও. নং ২০২-আইন/৯৯ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে এস, আর, ও নং ২২১-আইন/৯৯ তাং ২৭-৭-৯৯ ইং এ যানবাহনের উপর অনুমিত আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম রেজিস্ট্রেশন ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়নি ভাড়ায় ব্যবহৃত যানবাহনের অনুমিত আয়করের হার নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছে-

	যান বাহনের বর্ণনা	পূর্বতন আয়কর হার (টাকায়)	পুনর্বিন্যস্ত আয়কর হার (টাকায়)
(১)	৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য	৩,৫০০/-	৫,০০০/-
(২)	৫২ বা উহার কম আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য	২,৮০০/-	৪,০০০/-
(৩)	তাপানুকূল বাস বা দোতারা বাস প্রতিটির জন্য	৩,০০০/-	৪,৫০০/-
(৪)	তাপানুকূল বা তাপানুকূল ছাড়া যে কোন মিনিবাস বা কোষ্টার প্রতিটির জন্য	১,৮০০/-	২,৭০০/-
(৫)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব প্রতিটির জন্য ..		৩,৫০০/-
(৬)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এইরূপ ট্যাক্সিক্যাব প্রতিটির জন্য		২,৫০০/-
(৭)	কন্টেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন্য	৩,৫০০/-	৫,০০০/-
(৮)	পাঁচ টনের অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য	২,৮০০/-	৪,০০০/-
(৯)	দেড়টনের বেশী কিন্তু পাঁচ টনের বেশী নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য	১,৫০০/-	২,৫০০/-
(১০)	দেড়টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক, পিকআপ ভ্যান ও সকল ধরনের হিউম্যান হলার, ম্যান্ট্রি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সা প্রতিটির জন্য	৫০০/-	৭৫০/-

তবে প্রথম রেজিস্ট্রেশনের পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এরূপ যানবাহনের অনুমিত আয়কর হার অপরিবর্তিত থাকবে।

২৭-৭-৯৯ ইং তারিখে উক্ত এস, আর, ও, এর অনুচ্ছেদ-(৪) সংশোধন করে যানবাহনের বিনিয়োগের জন্য প্রদেয় আয়করের ১২৫ শতাংশের স্থলে ২০০ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ অনুমিত আয়করের ২০০ শতাংশ আয়কর প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করা হলে বিনা আপত্তিতে বিনিয়োগ গৃহীত হবে।

৫০। ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ যানবাহনে বিনিয়োগের জন্য প্রদেয় আয়করের হার পুনর্বিদ্যাসঃ

এস. আর. ও. নং ২০১-আইন/৯৯ তাং ৩-৭-২০০০ ইং এর মাধ্যমে এস. আর. ও. নং ১৭৮-আইন/৯৯ তাং ১-৭-৯৯ এর প্রথম অনুচ্ছেদের দফা (৩) সংশোধন করা হয়েছে। ৩০০০ সি সি বা তদুর্ধ্বের জীপের জন্য ও ২০০০ সি সি বা তদুর্ধ্বের কারের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের ৫% বা ৫০,০০০/- টাকা (যেটি বেশী) আয়কর হিসেবে প্রদান করা হলে বিনিয়োগ ব্যাখ্যা প্রদত্ত বলে গণ্য হয়। এ হার বহাল রাখা হয়েছে। তবে ইতোপূর্বের এ ক্ষমতার নীচের জীপ বা কারের ক্ষেত্রে এরূপ বিনিয়োগ জনিত আয়কর প্রদানের বিধান ছিল না। নতুন এ এস, আর, ও এর মাধ্যমে ৩০০০সি, সি'র নীচের জীপ ও ২০০০ সি সি'র নীচের কারের জন্য ক্রয় মূল্যের ২.৫% বা ১০,০০০/- টাকা (যেটি বেশী) আয়কর হিসেবে প্রদান করা হলে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদত্ত বলে গণ্য হবে। তবে বিনিয়োগের জন্য প্রদেয় এরূপ আয়কর রেজিস্ট্রেশনকালে প্রদান করতে হবে।

Bangladesh Tax Update

www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

আমিনুর রহমান

প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।